সঙ্গীত-লহরী।

শ্রীযুক্ত কুমার মহেন্দ্রলাল খাঁন-
বিরচিত ও প্রকাশিত।

SANGEETA LAHORY.

BY

COOMAR MOHENDRO LALL KHAN.

অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥

রঘুবংশ।

সঙ্গীতের সম আর মন মুগ্ধকর।
হেন কোন বস্তু নাই ভারত মাঝার॥
বিপৎকালেও উহা করিলে শ্রবণ।
মনোমধ্যে হর্ষরাশি করে উদ্দীপন॥

গ্রন্থকার।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

ইং ১৮৭১। বাং সন ১২৭৮।

বিজ্ঞাপন।

মান্যবর শ্রীলশ্রীযুক্ত স্বদেশানুরাগী সঙ্গীতপ্রিয়
মহোদয়গণ সমীপেষু।

মহোদয়গণ!

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আপনাদের সম্মুখে অর্পণ করিলাম, এক্ষণে ইহার দোষগুণ বিবেচনার ভার মহাশয়দের হস্তে রহিল। এরূপ দুরূহ বিষয়ে আমি যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিব এমত অভি-লাষী নহি। তবে যদ্যপি এই পুস্তকস্থ একটি মাত্রও সঙ্গীত আপনাদের মধ্যে এক ব্যক্তিরও কিঞ্চিন্মাত্রও প্রীতিপ্রদ হয়, তাহা হইলেই শ্রম সফল বোধ করিব, ইতি। ১২৭৮ সাল, ২ জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৮৭১, ১৫ মে।

জেলা মেদিনীপুর,
নারাজোল রাজভবন।

গ্রন্থকারস্য
নিবেদন মিতি।

সঙ্গীত-লহরী।

প্রথম অধ্যায়।

গণেশ বন্দনা।

সিন্ধু মল্লার—জলদ তেতালা।

গণপতি করি স্তুতি বিঘ্ন বিনাশ কারণ।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ তুমি সর্ব্ব আপদ-নাশন॥
মূষিকোপরি রোহণ, লম্বোদর গজানন,
চতুর্ভুজ বিভূষণ, উপবীত সুশোভন।
সর্ব্ব প্রধান প্রকৃতি, নপুংসক আকৃতি,
মহেন্দ্র করে মিনতি, বাঞ্ছা করহে পূরণ॥

সরস্বতীবন্দনা।

ইমনকল্যাণ—জলদ তেতালা।

বিরাজে শ্বেত সরোজে কে ও সরোজ-নয়নী।
সস্মিত-বদনা বামা শ্বেত-সরোজ-রূপিণী॥

বীণা যন্ত্রে শোভে কর, কণ্ঠে শোভে মণিহার,
পরিধান শুক্লাম্বর, শিরে মুকুট-ধারিণী।
বেদ মাতা সরস্বতী, কৃপা কর মম প্রতি,
মহেন্দ্রের এই নতি, হরিপ্রিয়ে নিস্তারিণী॥

সীতারাম বন্দনা।

মূলতান—জলদ তেতালা।

হেমসিংহাসনাসীন রাম রাজীব-লোচন।
নবদূর্ব্বাদলরূপ শিরে মুকুট শোভন॥
ভূষিত নানালঙ্কারে, ধনুর্ব্বাণ ধরে করে,
বামে সীতা স্বর্ণলতা, আ মরি কি সুশোভন।
দক্ষিণ পার্শ্বে লক্ষ্মণ, বামে ভরত শত্রুঘ্ন,
সম্মুখেতে হনুমান, আদি নানা কপিগণ॥
রঘুপতি এই বার, তার এভব সংসার,
পাপাদি দুষ্ক্রিয়া হর, মহেন্দ্রের নিবেদন॥

লক্ষ্মীবন্দনা।

বেহাগ—আড়া।

হেরি কে ও রমণী, হেরি কে ও রমণী।
নানালঙ্কারে ভূষিতা গৌর বরণী॥

পার্শ্বদ্বয়ে অক্ষপাশ, অম্বুজহার অঙ্কুশ,
স্বরূপা ত্রৈলোক্য মাতা, দ্বিভুজ ধারিণী।
রুক্মপদ্ম বাম করে, বর শোভিছে অপরে,
আ মরি কি শোভা করে, সরোজ রোহিণী॥
ও মা লক্ষ্মী তব প্রতি, মহেন্দ্র করিছে স্তুতি,
কটাক্ষে করুণা কর, ধন প্রদায়িনী॥

শিব বন্দনা।

ললিত—জলদ তেতালা।

শঙ্কর করুণা কর করি কৃপাবলোকন।
দিগম্বর জটাধর নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন॥
আরোহি বৃষবোপর, করে ত্রিশূল ডম্বুর,
ভালে শোভে শশধর, অঙ্গে বিভূতি লেপন।
অস্থিমাল্য শোভে গলে, বপু বিভুষিত কালে,
মহেন্দ্রে চরম কালে, দিও তব শ্রীচরণ॥

দশ অবতার বন্দনা।

খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

যদুপতি মমপ্রতি কর কৃপাবলোকন।
তুমি বিনে এঅধীনে কে তারে মধুসূদন॥

সত্যে মীনরূপ ধরি, বেদ উদ্ধারিলে হরি,
কূর্ম্মঅবতারে ধরা, করিলে পৃষ্ঠে ধারণ।
ধরি বরাহ আকার, করিলে ক্ষিতি উদ্ধার,
হিরণ্যাক্ষ দৈত্যবরে, রণে করিলে নিধন॥
প্রহ্লাদে করিয়ে কৃপে, হিরণ্যকশিপু ভূপে,
বধিলে নৃসিংহ রূপে, স্তম্ভ করি বিদারণ।
ত্রেতাযুগে স্বর্গপুরে, বামন অবতারে,
বলিরে পাতালপুরে, ছলে করিলে প্রেরণ॥
পরশুরাম রূপেতে, নিজ প্রতিজ্ঞা রাখিতে,
নিঃক্ষত্র করিলে ক্ষিতি, কুঠার করি ধারণ।
রামরূপে চারি অংশে, জন্মি দশরথ-বংশে,
দশাস্যে বধি সবংশে, করিলে ভক্তে তারণ॥
দ্বাপরে মথুরা পুরে, রামকৃষ্ণ অবতারে,
বধি কংসাদি অসুরে, করিলে ভার হরণ।
ইন্দ্রদ্যুম্নে কৃপা করি, ক্ষেত্রে বুদ্ধ রূপ ধরি,
প্রকাশ হইলে হরি, তারিতে এ ত্রিভুবন॥
কল্কিরূপে কলিকালে, কীকট দেশে জন্মিলে,
পৃথ্বীভার বিনাশিলে, সকলে করি নিধন।
করিবারে ভব পার, তুমি মাত্র কর্ণধার,
মহেন্দ্রেরে কৃপা কর, ওহে মদনমোহন॥

গঙ্গা বন্দনা।

ললিত—জলদ তেতালা।

শ্বেতাম্বর-পরিধানা চতুর্ভুজা কে রমণী।
সুধাংশু মিলিত প্রভা সুপ্রসন্না ত্রিনয়নী॥
নানালঙ্কারে ভূষিতা, মণি-মুক্তা-বিভূষিতা,
সুবদনা সস্মিতা, আদ্র গন্ধানুলেপনী।
রক্তকুম্ভ সিতাম্ভোজ, বরাভয়ে শোভে ভুজ,
শ্বেত ছত্র শোভে শির, বীর্য্যমানা সুবদনী॥
মহেন্দ্রে করি করুণা, অন্তে কর মা করুণা,
গঙ্গে গো এই প্রার্থনা, ও মা ত্রিলোক-তারিণী॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বসন্ত বর্ণন।

বসন্ত বাহার—আড়া ঠেকা।

অপরূপ নবসাজে ধরা সুসজ্জ হইল।
স্বভাব প্রভাবে দেখ এল মলয় অনিল॥
তরুগণ মুকুলিত, নব পত্রে সুশোভিত,
নানা পুষ্প প্রস্ফুটিয়ে, উদ্যান সব শোভিল।
মন্দ মন্দ গন্ধবহ, বহিতেছে অহরহ,
ভ্রমরা ভ্রমরী সহ, হর্ষে ভ্রমিতে লাগিল॥
শরঘাগণ সত্বর, সাধিতে প্রসূন কর,
চতুর্দ্দিক সন্ধানিয়ে, সবে স্বদলে চলিল।
পাপিহাদি পাখিগণ, শাখী পরে করে গান,
কুহু কুহু স্বরে তান, ধরিছে কোকিল কুল॥

প্রভাত বর্ণন।

রামকেলী—জলদ তেতালা।

উদয়গিরি-শিখরে ভানু হইল উদয়।
ধরণী তাপে তাপিল রজনী হল বিলয়॥

নাহি আর শশকর, শোষিত ফুল্ল নীহার,
কুমুদ মুদিত যত, ম্লান সব তারাচয়।
ভ্রমিছে মধুপগণ, করি ফুল মধুপান,
প্রফুল্ল নলিনী নীরে, বায়ু মন্দ মন্দ বয়॥

প্রদোষ বর্ণন।

আশা গৌরী—আড়া।

হল দিবা অবসান।
করহীন প্রভাকর করিল প্রস্থান॥
দেখিয়ে দুঃখে নলিনী, হইল মলিন;
খেদে মুদিল বয়ান;
কুমুদ হর্ষিত, হাঁসি বিকসিত;
হেরি শশী তার চুম্বিল বয়ান।
প্রফুল্ল নানা প্রসূন, তাহে মধুপান;
করিছে মধুপগণ;
যত নিশাচর, হইয়ে তৎপর;
ভ্রমণে নির্গত হল করি গান॥
এল সন্ধ্যারাগ হর্ষে, খগোল রঞ্জিতে;
উড়ুগণ সহিতে;
রজনী সুন্দরী, তমঃ বস্ত্র পরি;
ক্রমশঃ আইল ত্যজি অভিমান॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

প্রেমার্ণব-তরঙ্গে মম তনুতরি ডুবিল।
নাহেরি উপায় আর উৎসাহ বায়ু উঠিল॥
তরঙ্গে বায়ুরাধিক্য, হেরিয়ে জ্ঞান নাবিক,
চিন্তাতুর হইয়ে, ত্বরা বহিএ ত্যজিল।
এ সব করি দর্শন, ভীত আরোহী মন,
হইয়ে স্বহায়-হীন, তরঙ্গ মাঝে পশিল॥

বেহাগ—তিওট।

প্রেয়সী কি মানে তব মমপ্রতি এত মান।
এমান কারণ কোন নাহি হয় অনুমান॥
মানে মানিনী মলিন, বস্ত্র ভূষাদি মলিন,
কেশ পাশ মলিন, চন্দ্রানন ম্রিয়মাণ।
এমন বিষম মান, কভু না করি দর্শন,
সাধিলে না যায় মান, এমান কেমন মান॥

সিন্ধুকাফি—জলদ তেতালা।

বৃথা কেন প্রাণধন করিতেছ মনোভার।
অন্য ভার সহিতে পারি মনোভার সহা ভার॥
তব প্রফুল্ল বদন, না হেরিলে এক ক্ষণ,
মন হয় উচাটন, আমি অধীন তোমার।

বেহাগ—আড়া।

বল কি করি উপায়, বল কি করি উপায়।
মান না ত্যজিল প্রিয়ে ধরিলাম পায়॥
নম্র বদন করি, বসিয়াছে ধরাপরি,
সাধিলাম যত্ন করি, ঠেলিল দুপায়॥

ভৈরবী—একতালা।

গেল প্রাণ বিনে প্রাণ তব চন্দ্রানন।
হয়ে অনুকূল যদি দেহ কূল তবে বাঁচি প্রাণধন॥
মলিন বসন নম্র বদন,
বর্জ্জিত ভূষণ হেরি কি কারণ।
ত্যজি ধরাসন আসনে আসীন,
হও ওরে প্রাণধন।
তুমি প্রিয়ে মন করেছ হরণ,
বৃথা তবে মান কর কি কারণ,
মৌনব্রত প্রাণ ত্যজিয়ে এখন,
হাস্য আস্য কর দান॥

ভৈরবী—একতালা।

কেন প্রাণ অভিমানে করিছ এমন।
তুল চন্দ্রানন সহাস্য বদন করি করি নিরীক্ষণ॥

নয়ন চকোর অতি বিঘূর্ণিত,
আস্য শশধর অম্বরে আবৃত,
দেখি তব রীত অতি বিপরীত,
কেন বল ধরাসন।
অবলা হৃদয় অধিক সরল,
কেন করি মান উগার গরল,
কমলিনী দ্রুত এই মৌন-ব্রত,
কর কর উদযাপন॥

ভৈরবী—একতালা।

চির দিন সুকঠিন সে হেন কেন হয়।
আমি যার লাগি ভাবি যেন যোগী,
জেগে করি কালক্ষয়॥
শয়নে স্বপনে কিবা জাগরণে, সদত
নির্জ্জনে থাকি তার ধ্যানে,
তাহার বিচ্ছেদ সখি মম প্রাণে,
তিল আধ নাহি সয়।
পুরুষের মন জানিলে এমন,
কভু তারে প্রাণ না করি অর্পণ,
তাহার অন্তর কি গুরু কঠিন, নাহি নারী বধ ভয়

ভৈরবী—আড়া।

আগে কে জানে সই শেষে যে সে হইবে এমন।
তা হলে কি না বুঝে প্রাণ করি সমর্পণ॥
তবু মন না মানে মানা, নয়ন অন্য চাহে না,
বিনে সে প্রাণবল্লভ, মন উচাটন।
যাতনা হতেছে ভারি, বল কি উপায় করি,
বিষম বিরহে দহে, কি করি এখন॥

বিহাগ—তেওট।

কোথা সেই প্রাণবধু আমারে ত্যজিয়ে গেল।
তার আসাতে আশা করি থাকি বল কতকাল॥
প্রাণ যে তাহার তরে, সদত কেমন করে,
চাতুরী করে আমারে, সে কেন অন্তর হল॥

ভৈরবী—আড়া।

সখি সে শঠ লম্পটে প্রাণ করে সমর্পণ।
গেল মান তবু মন না মানে বারণ॥
আমি অধীন তাহার, সে বিনে না জানি আর,
তবু অন্য প্রতি তার, মন সদাক্ষণ।
সরলা পিরীতি রীতি, নাহি জানে সে কুমতি,
তাই সে সদত করে, মোরে জ্বালাতন॥

ঝিঝিট খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

কোথা গেল সে আমার হৃদয়-রঞ্জন।
হেরি পলকে প্রলয় হইলে সে অদর্শন॥
মম কর বাঞ্ছা করে, সদা তার করে ধরে,
নয়নেতে বারি ঝুরে, না হেরি তার বদন।
প্রাণ সদা চাহে তারে, রাখিতে হৃদয়োপরে,
চরণ প্রার্থনা করে, যাইতে তার সদন॥

ললিত—জলদ তেতালা।

প্রাণসখি প্রাণ গেল বিনে সেই প্রাণধন।
সদত অন্তর চাহে করিতে তারে দর্শন॥
অন্তরের অভ্যন্তরে, সদত রাখি তাহারে,
সে কেন এমন করে, মন করিয়ে হরণ॥

ঝিঝুটী খাম্বাজ—ধিমা তেতালা।

নিশি গতে কোথা হতে এলে বল প্রাণ।
বিচ্ছেদে প্রাণ আকুল না হেরি তব বয়ান॥
শশী হইলে উদিত, প্রফুল্ল হইল চিত,
রজনী হেরি বর্দ্ধিত, ভাবি হইয়ে অজ্ঞান।
তবু তব আশা করি, ত্রিযামার্দ্ধ গত করি,
বঞ্চিনু বক্রী সর্ব্বরী, তোমারে করিয়ে ধ্যান॥

ললিত—জলদ তেতালা।

যাও যাও বধুঁ মিছে কেন কর জ্বালাতন।
যে খানে বঞ্চিলে নিশি সে খানে কর গমন॥
আসি বলে বলে গেলে, আর নাহি ফিরে এলে,
কোথা যামিনী পোহালে, পেয়ে মনের মতন।
আমি হেতা দুঃখে বসি, কেঁদে পোহালেম নিশি,
প্রাতে পুনঃ পিক আসি, দিয়েছে বহু গঞ্জন॥

মূলতান—জলদ তেতালা।

প্রেমে মজি এই বুঝি অবশেষে লাভ হল।
না পাইনু সে জনেরে মিছে কুল শীল গেল॥
হারাইনু প্রাণ মান, ঘরে পরে অপমান,
পূর্ব্বে জানিলে এমন, কে মজিত প্রেমে বল॥

ইমন কল্যাণ—জলদ তেতালা।

এ অধীনীরে দেখ যেন ভুলনাকো প্রাণধন।
মম প্রতি এই স্নেহ থাকে সদত যেমন॥
তুমি মম হৃদেশ্বর, অন্য কে আছে আমার,
ক্ষণে প্রাণে যাই মরে, না হেরিলে ও বদন।
লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভয়, ত্যাগ করি সমুদয়,
করেছি তোমার করে, প্রাণ মন সমর্পণ॥

সিন্ধুভৈরবী—জলদ তেতালা।

যদি যাবে দেখ তবে ভুলনা রে প্রাণধন।
যথা থেক মনে রেখ করি কৃপাবলোকন॥
তব বিষম বিরহে, যদি দেহে প্রাণ রহে,
তবে পুনঃ দেখা হবে, নতুবা এই দর্শন।
পাছে তুমি পাও দুখ, এই ভাবি পাই দুখ,
তব সুখে মম সুখ, এই প্রাণ নিবেদন॥

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

ওরে মন এ কেমন বল তব আচরণ।
না বুঝিয়ে মন তার কেন হইলি অধীন॥
তুমি যার লাগি ভাব, সে নাহি ভাবে সে ভাব,
তবে আর মিছে ভাবি, কেন হও জ্বালাতন॥

সিন্ধুকাফি—জলদ তেতালা।

কেন বা হইলী রে মন নয়নেরি অধীন।
আমার হইয়ে তোর এ ব্যবহার কেমন॥
নয়নেরি যত গুণ, তাহা তো সকলি জান,
আপন হইয়ে তবু, নহে সে বশ আপন।
ভুলনা কুহকে তার, সে নহে ভাবি তোমার,
দিওনা যাতনা আর, মিছে পরেরি কারণ॥

বেহাগ—আড়া।

পরে ভাব কেন মন।
পরে সে জানিবে পর হয় যে কেমন॥
পর কভু কদাচন, নাহি হইবে আপন,
সুহৃ দুঃখ ভাগী হবে, যাবৎ জীবন।
তবে সে পরেরি তরে, কি ফল যতন করে,
পরস্পরে হবে পরে, দুএ জ্বালাতন॥

সিন্ধুকাফি—জলদ তেতালা।

নিদারুণ বাণী কেন বারে বারে বল রে প্রাণ।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর তবে করিবে প্রস্থান॥
শুনিয়ে তব গমন, মন হয় উচাটন,
কিরূপে ধরিব প্রাণ, না হেরি তব বয়ান॥

সিন্ধু—ধিমা তেতালা।

প্রেমানলে প্রাণ জ্বলে নাহি মানে নিবারণ।
তিলেক নহে শীতল উত্তাপিত সর্ব্বক্ষণ॥
যদি গিয়ে নামি জলে, তাহাতে দ্বিগুণ জ্বলে,
পিকের স্বর শুনিলে, অধিক হয় জ্বলন।
তাহে বিচ্ছেদ অনল, আসিয়ে মিলিত হল,
দহিল প্রাণ দহিল, বল কি করি এখন॥

সিন্ধুকাফি—জলদ তেতালা।

কি কুক্ষণে তার সনে হয়েছিল সন্দর্শন।
সে অবধি নিরবধি সুস্থির না হয় মন॥
অদর্শনে ছিনু ভাল, কেন বা দর্শন হল,
দুখানলেতে কেবল, হতে হল জ্বালাতন।
বিষম বিচ্ছেদ শরে, বাঁচিব কেমন করে,
যারআশে প্রাণ ধরি, সে বিনে চঞ্চল প্রাণ॥

সোহিনী বাহার—জলদ তেতালা।

মজনা মজনা প্রেমে প্রেমে ঘটে বিষম দায়।
যে করেছে সেই জানে যেরূপ যন্ত্রণা তায়॥
মিলনেতে সুখ বটে, যদি মনোমত পটে,
শেষ যদি নাহি ঘটে, বিচ্ছেদ অনল তায়॥

সিন্ধুকাফি—জলদ তেতালা।

নয়নে যে প্রিয় হয় সেই প্রিয়ে প্রাণধন।
সদত অন্তর চাহে হেরিতে তার বদন॥
নীচ কিম্বা উচ্চ জাতি, কুৎসিত কি রূপবতী,
বয়োবৃদ্ধ কি যুবতী,বিচারে কি প্রয়োজন।
কুল শীল ধন মানে, কি কার্য্য অনুসন্ধানে,
তিল যার অদর্শনে, মন হয় উচাটন॥

বিহাগ—তেওট।

কেন প্রাণ নিদারুণ হইতেছ বারেবারে।
না হেরি তোমারে প্রাণ, প্রাণ যে কেমন করে॥
অম্বরাবৃত বদন, ত্যজনা রে প্রাণ ধন,
পূর্ণশশি রাহু যেন, বোধ হয় গ্রাস করে।
তোমার বদন শশি, জিনিয়ে শারদ শশি,
করহ তারে উদাসি, কটাক্ষ কর যাহারে॥

মালকোষ—জলদ তেতালা।

তব করে করিয়াছি প্রাণ মন সমর্পণ।
তবু প্রাণ মনোভার কেন কর অকারণ॥
মম হৃদয় অম্বর, তাহে তুমি শশধর,
মম এই দেহ হয়, তব একান্ত অধীন।

বাহার—আড়া।

ছিছি আঁখি বল দেখি একি তব আচরণ।
মম কাছে থাকি তোর এ ব্যবহার কেমন॥
এক বার হেরি তারে, ভুলে গেলে একেবারে,
একা ফেলিয়ে আমারে, হইলি তার অধীন।
যাহার দর্শনে হল, যন্ত্রণা লাভ কেবল,
পুনঃ বা বাসনা কেন,. হয় তার দরশন॥

ললিত—জলদ তেতালা।

আসি আসি বলে কেন অস্থির হইলে রে প্রাণ।
বিগত নহে সর্ব্বরী দেখ মেলিয়ে নয়ন॥
কুমুদ নহে মুদিত, তারাগণ সমুদিত,
শিবাগণে গায় গীত, উলুকে ধরিছে তান॥

ললিত—জলদ তেতালা।

রজনী আগত হল বল কোথা যাবে রে প্রাণ।
রবি অস্তাচলে চলে দেখ ত্যজিয়ে স্বস্থান॥
সরোবরে সরোজিনী, হইল অতি দুঃখিনী,
আহ্লাদিনী কুমুদিনী, হল প্রফুল্ল বয়ান॥

তৃতীয় অধ্যায়।

দশ মহাবিদ্যার গান।

কালী।

বিভাস—জলদ তেতালা।

শিবরূপী শবোপরে বিহরে ও কে রমণী।
শ্যামবর্ণা বিবসনা চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী॥
মৃত শিশু শ্রুতিমূলে, শিশুশশি শোভে ভালে,
মুণ্ডমালা গলে দেলে, রণেতে রণ রঙ্গিনী।
পীনোন্নত পয়োধর, শোভিছে হৃদয়োপর,
তাহে আবৃত রুধির, অট্ট অট্ট হাসিনী॥
বাম করে অসি করে, নরমুণ্ড অন্যে ধরে,
অভয় দক্ষিণ করে, অন্যে বর প্রদায়িনী।
ভীম করাল বদনা, লোল জিহ্বা রক্তবর্ণা,
কটিতটে নরকর, মুক্তকেশী দীর্ঘবেণী॥
কালী চরণ কমলে, মহেন্দ্রে মা এই বলে,
স্থান দিও চরমে মা, ভব-ভয়-বিনাশিনী॥

তারা।
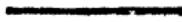
সিন্ধু মল্লার—জলদ তেতালা।

হরহৃদি সরোবরে নীলবর্ণা কে রমণী।
মুণ্ডমালা বিভূষণা শিরে শোভা ধরে ফণী॥
ব্যাঘ্র চর্ম্মাম্বর পরা, পিঙ্গল জটা ধরা,
লম্বোদরী খর্ব্বাকারা, ভয়ঙ্করী রূপিণী।
বাম দ্বিকরে শোভন, কর্ত্রী আর কৃপাণ,
নীলোৎপল কপাল, দক্ষ দ্বিকরে ধারিণী॥
লোল জিহ্বা রক্তবর্ণা, প্রত্যালিঢ় শ্রীচরণা,
মহেন্দ্রে করি করুণা, অন্তে তার গো তারিণী॥

ষোড়শী।

মুলতান—জলদ তেতালা।

রক্তাম্বুজ পরে হেরি সস্মিতা ও কে রমণী।
তরুণারুণ বরণা শিরে মুকুট ধারিণী॥
কুন্তলাবৃত বদন, অঙ্গে কুসুম চন্দন,
মুক্তাহার বিভূষণ, প্রফুল্ল পঙ্কজাননী।
ঈষৎহাস্য অধরে, ভূষিত নানালঙ্কারে,
রোমাবলি অঙ্গোপরে, চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী॥

পাশাঙ্কুশ বাম করে, ধনুর্ব্বাণ অন্যে ধরে,
আ মরি কি শোভা করে, জগদানন্দ কারিণী।
নবযুক্ত পয়োধর, নিম্ন নাভি সরোবর,
ত্রিবলী শ্রেণী সুন্দর, বিশ্বাকর্ষণ কারিণী॥
তাম্বূলে পূর্ণ বদন, গুড় গুল্‌ফ সুশোভন,
কমঠাকার চরণ, ব্রহ্মাণ্ড বীজ রূপিনী।
মহেন্দ্রে করে প্রার্থনা, অন্তে কর মা করুণা,
ভবার্ণব ত্রাণ কর্ত্রী, হে ষোড়শী নিতম্বিনি॥

ভুবনেশ্বরী।

সোহিনী—ধিমা তেতালা।

অপরূপা কে ও বামা বালার্ক সমবরণী।
সুধাংশু মিলিত প্রভা সস্মিতবদনা ধনী॥
কিরীট শোভিছে শিরে, উচ্চ কুচ হৃদিপরে,
আ মরি কি শোভা করে, চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী।
পাশাঙ্কুশ সব্য করে, অভয় বর অপরে,
কৃপা কর মহেন্দ্রেরে, ভুবনেশ্বরী রূপিণী॥

ভৈরবী।

ঝিঝিটী—ধিমা তেতালা।

কোটি অরুণ বরণা বিহরে ও কে রমণী।
মুণ্ডমালা শোভে গলে মণিমুকুট ধারিণী॥
পরিধান রক্তাম্বর, কুচগিরি হৃদিপর,
তাহে বহে রক্তধার, চতুর্ভুজ ধারিণী।
জপমালা এককরে, জ্ঞান মুদ্রা অন্যে ধরে,
অপরে অভয় বরে, শোভা করে ত্রিনয়নী॥
করি কৃপাবলোকন, ও চরণে দিও স্থান,
মহেন্দ্রের নিবেদন, ওমা ভৈরবী রূপিণী॥

ছিন্নমস্তা।

ইমন কল্যাণ—একতালা।

কার ও ললনা হেরি বিবসনা
রুধিরে মগনা লোহিত বরণী।
লোল জিহ্বা ধারী ভীমা ভয়ঙ্করী
বিগলিত কেশী বামা ত্রিনয়নী॥
যোনিযন্ত্র পদ্ম কর্ণিকা উপরে,
রতি রতিপতি স্থিত তদুপরে,
বিপরীত রতি সদত করে,
তদুপরি বামা দ্বিভুজ ধারিণী,

গলে অস্থিমালা অহি শিরোপরে,
নিজ শিরশ্ছেদ করি স্বীয় করে,
নিজ সব্য করে নিজে তাহা ধরে,
দক্ষিণ করেতে খড়্গ ধারিণী॥
কণ্ঠে নির্গত রুধির ত্রিধার,
নিজাধরে ধরে তার এক ধার,
দ্বিপার্শে দ্বিধার পানেতে তৎপর,
ভীমা বিবসনা দুই যোগিনী।
শিশু শশধর শোভা করে ভালে,
নাগ উপবীত শোভিতেছে গলে,
ছিন্নমস্তা পদে মহেন্দ্র এই বলে,
অন্তে পদ দিও ওগো মা তারিণী॥

ধূমাবতী।

ইমন কল্যাণ—একতালা।

বিষণ্ণ বদনা কার ও ললনা
কাকোধ্বজ রথোপরে বিহরে।
রুক্ষ বরণা বিরল দশনা
শোভিছে নয়ন কোটর মাঝারে॥

হৃদয় উপরে নত পয়োধর,
মলিনাংশু বামা কলহে তৎপর,
সচঞ্চল মতি অতি ক্ষুধাতুর,
শূর্পবর শোভা করিছে দ্বিকরে।
কুটিল নাসিকা দীর্ঘ কলেবর,
ধূমাবতী হর মম তম হর,
কৃপা করি তার এ ভব সংসার,
মহেন্দ্রে মা এই মিনতি করে॥

বগলা।

ইমন কল্যাণ—একতালা।

আ মরি আ মরি একি রূপ হেরি
অপরূপ রূপা কে ও রমণী।
হেরিয়ে হর্ষিত হয় সদা চিত
বর্ণন অতীত পীত বরণী॥
রত্নবেদি শোভে মনিমণ্ডোপরে,
সিংহাসন শোভা করে তদুপরে,
তদূর্দ্ধে দ্বিভুজা বিরাজ করে,
পুষ্প অভরণ অঙ্গেতে ধারিণী।

ক্রোধান্বিত বামা পীতাম্বর ধরে,
শত্রু জিহ্বা টানি ধরে সব্য করে,
মুদ্গার ধারণ করি অন্য করে,
তাড়ন করেন শত্রু বিনাশিনী॥

করুণা করনা হে মাতঃ বগলে,
মহেন্দ্রে মা তব চরণে এই বলে,
করিয়ে ছলনা করনা ছলনা,
চরমেতে তারা কলুষ নাশিনী।

মাতঙ্গী।

বেহাগ—আড়া।

হেরি কে ও রমণী।
শরদিন্দু জিনি প্রভা বারিদ বরণী॥
সিংহাসন উপরে, চতুর্ভুজা কে বিহরে,
শশধর ধরে শিরে, বামা ত্রিনয়নী।
খেট খড়্গা বাম করে, পাশাঙ্কুশ অন্যে ধরে,
মহেন্দ্রে তার মা, তারে, মাতঙ্গী রূপিণী॥

কমলা।

ললিত—জলদ তেতালা।

সস্মিত বদনা বামা বিহরে অম্বুজোপরে।
তড়িত জিনি বরণ মণিহার কণ্ঠে ধরে॥
বামে অভয় অম্বুজ, দক্ষিণে বর সরোজ,
চতুরস্রে চতুর্ভুজ, আ মরি কি শোভা করে।
বিমল হৃদয়োপর, শোভিতেছে পয়োধর,
কমলা করুণা কর, মহেন্দ্রে প্রার্থনা করে॥

জগদ্ধাত্রী।

মূলতান—জলদ তেতালা।

বালার্ক সম-বরণা বিরাজে কার রমণী।
রক্তাম্বর পরিধানা নানালঙ্কারে ভূষিণী॥
রত্ন দ্বীপে শোভে করী, করী পৃষ্ঠেতে কেশরী,
তদূর্দ্ধে সরোজ হেরি, তদুপরি ত্রিনয়নী।
বাণ চক্র সব্য করে, শঙ্খ ধনু অন্য করে,
চতুষ্করে শোভা করে, শিরে মুকুট ধারিণী॥
কণ্ঠে মণিহার দোলে, নাগ উপবীত গলে,
নাভি নাল মৃণালে, শোভিত ত্রিবলী শ্রেণী।
কৃপাময়ি কৃপা কর, ভব কষ্টে ত্রাণ কর,
মহেন্দ্রের পাপ হর, জগদ্ধাত্রী নিস্তারিণী॥

দুর্গা।

ঝিঝিট খাম্বাজ—ধিমা তেতালা।

হেম বর্ণা ত্রিনয়না দশভুজা কে বিহরে।
ইন্দুমৌলি চন্দ্রাননা জটাজুট শোভে শিরে॥

দন্ত শ্রেণী মনোহর, পীনোন্নত পয়োধর,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমাকার, ভূষিত নানালঙ্কারে।

দক্ষিণ করে কৃপাণ, শূল শক্তি চক্রবান,
সব্যে চাপ পাশাঙ্কুশ, পরশু খেটক ধরে,
অধঃস্তে মহিষাসুর, অসিধারী হীন শির,
কাণ্ঠোত্থিত দৈত্যবর, অঙ্গ শোভিত রুধিরে।

শূলেতে হৃদি বিদীর্ণ, নাগ পাশেতে বন্ধন,
সপাশ কেশাকর্ষণ, করিছে বামা স্বকরে॥

বাম পদাঙ্গুষ্ঠ হেরি, মহিষাসুর উপরি,
দক্ষিণ পদে কেশরী, দংশিছে মহিষাসুরে।
চতুঃপার্শ্বেতে সদত, অষ্ট নায়িকা বেষ্টিত,
দেবগণে মেলি যত, সম্মুখেতে স্তব করে॥

দুর্গে দুর্গতি নাশিনী, দৈত্য দানব দলনী,
মহেন্দ্রে তার তারিণী, এ ভব ঘোর সংসারে॥

শীতলা।

ঝিঝিট—জলদ তেতালা।

খরোপরে কে বিহরে উলঙ্গিনী রমণী।
ঈষদ্ হাস্য চারুকেশী সর্ব্ব দুঃখ হারিণী॥
সব্যকরে কুম্ভ করে, দক্ষিণে মার্জ্জনী ধরে,
শিরে সূর্প শোভা করে, সর্ব্ব রোগ বিনাশিনী।
রোগজ্বর সমন্বিত, যোগিণী গণে বেষ্টিত,
মহেন্দ্রে হও কৃপান্বিত, হে মা শীতলা রূপিণী।

ধনদা।

ললিত—জলদ তেতালা।

কল্প বৃক্ষ তলে কে ও হেম সিংহাসনাসিনী।
রক্তাম্বর পরিধানা তরুণা যৌবনী ধনী॥
কণ্ঠে শোভে মণিহার, ঈষদুচ্চ পয়োধর,
করে অঙ্গদ কেয়ূর, কুম্কুম সম বরণী।
কোমল মৃণাল করে, পদ্মদ্বয় শোভা করে,
সদত ভ্রামিত করে, কর্ণে কুণ্ডল ধারিণী॥
তুলাকোটি পরিভ্রান্ত, পদদ্বয় শোভান্বিত,
আ মরি কি সুশোভিত, শিরে মুকুট ধারিণী।
ধনদা কর করুণা, মহেন্দ্রে করে প্রার্থনা,
ধনকষ্ট আর সহে না, নীল নলিন নয়নী॥

ত্বরিতা।

কানেগড়া—ঠুংরি।

শ্যাম বর্ণা ত্রিনয়না কে রমণী ও বিহরে।
পট্টাম্বর পরিধানা পদ শোভিত মঞ্জিরে॥
বিমল হৃদয়োপর, পীনোন্নত পয়োধর
দ্বি করে অভয় বর, তড়াঙ্গদে শোভা করে।
অষ্ট সর্প বিভূষিত, কোটি কান্তি গুণান্বিত.
গুঞ্জ মালা শুশোভিত, শিখিপুচ্ছ চূড়া শিরে॥
করি কৃপাবলোকন, ও চরণে দিও স্থান,
মহেন্দ্রের নিবেদন, ত্বরিতা তার সত্বরে।

অন্নপূর্ণেশ্বরী।

ঝিঝিট—জলদ তেতালা।

চিত্রাম্বর পরিধানা রক্তবর্ণা কে রমণী।
শশধর শোভে ভালে শফরাক্ষী ত্রিনয়নী॥
শোভিছে হৃদয়োপর, পীনোন্নত পয়োধর,
অন্ন দানেতে তৎপর, সংসার দুঃখ হারিণী।
মুকুট শোভিছে শিরে, নিতম্বে মেখলা ধরে,
সম্মুখে নাচিছে শিব, শিরে তার শোভে ফণী॥
হে মা অন্নপূর্ণেশ্বরী, মহেন্দ্রে কৃপা বিতরি,
ত্রাণ কর ভব বারি, ভব ভয় বিনাশিনী॥

মঙ্গলচণ্ডী।

ঝিঝিট—জলদ তেতালা।

হেম সরোজ উপরে বিরাজে কার রমণী।
তরুণা যৌবনান্বিতা নানালঙ্কারে ভূষিণী॥
দ্বিকরে কি শোভা করে, বরাভয়ান্বিত করে,
রক্ত পট্টাম্বর ধরে, সস্মিত বদনা ধনী।
চার্ব্বাঙ্গী গৌর বরণা, মহেন্দ্রে কর করুণা,
সহেনা ভব যন্ত্রণা, মঙ্গলচণ্ডী রূপিণী॥

জয়দুর্গা।

বেহাগ—আড়া।

কে ও নীল বরণী, কে ও নীল বরণী।
সিংহোপরি বিরাজিত চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী॥
শঙ্খ ধনু সব্য করে, কৃপাণ শূল অপরে,
নিজ তেজে ত্রিভুবন, প্রদীপ্ত কারিণী।
অর্দ্ধ শশি শোভে ভালে, কটাক্ষে বিপক্ষ দলে,
সদা হয় ভয়াকুল, ভীষণাননী॥
জয়দুর্গে তব প্রতি, মহেন্দ্রে করে মিনতি,
তার মা ভব সংসারে, ও মা নিস্তারিণী॥

শারদীয় মহাপূজা সম্বন্ধীয় সংঙ্গীত।

মেনকার উক্তি।

বেহাগ—আড়া।

গত নিশি অবসানে।
দর্শন করেছি গিরি গৌরীরে স্বপনে॥
যেন প্রাণ উমা আসি, আমার পার্শ্বেতে বসি.
মা মা বলি আমারে, ডাকিছে সঘনে॥

ললিত—আড়া।

আনিতে প্রাণ উমারে গিরি করহে গমন।
স্বপন দর্শনাবধি প্রবোধ না মানে মন॥
তাঁর দর্শন ব্যতীত, মম হৃদয় ব্যথিত,
ত্বরা করি যাও তুমি, আন করিয়ে যতন।
বড় অল্প দিন নয়, প্রায় বর্ষ গত হয়,
তবু তনয়ার তত্ত্ব, নাহি করিলে গ্রহণ॥

গিরি রাজার উক্তি।

বেহাগ—আড়া।

কর ধৈর্য্য ধারণ, কর ধৈর্য্য ধারণ।
এই দেখ রাণী করি কৈলাসে গমন॥

সম্ভোষিত করি হরে, আনিব তব উমারে,
নিশ্চয় জানিয় এই, করিলাম পণ।
তুমি গৃহেতে সত্বর, যত্নে আহরণ কর,
ক্ষীর নবনী সর, উমার কারণ॥

গৌরীর উক্তি।

ঝিঝিট—ঠেকা।

অনুমতি কর হর যাব জনক আলয়।
অনুকূল হও প্রাণ হয়ে প্রফুল্ল হৃদয়॥
মম জনক আমারে, এসেছেন লইবারে,
যাইতে হবে সত্বরে, বিদায় কর আমায়।
জননীরে বহু দিন, নাহি করি সন্দর্শন,
বিশেষ সে জন্যে মন, সদত অস্থির হয়॥

হরের উক্তি।

ঝিঝিট—ঠেকা।

নিতান্ত যাইবে যদি তবে প্রিয়ে বলি শুন।
সত্বর আসিও পুনঃ বিলম্ব করনা প্রাণ॥
যামিনী ত্রয় সেখানে, বঞ্চি আসিবে এখানে,
শূন্যময় তোমা বিনে, হল আমার ভবন॥

মেনকার উক্তি।

মূলতান—জলদ তেতালা।

এস ত্বরা সখিগণ কর মঙ্গলাচরণ।
শুনিনু অদূরে মম মঙ্গলার আগমন॥
কল্য সপ্তমী বাসরে, মা আসিবে মম পুরে,
সব দুখ যাবে দূরে, হেরি তার চন্দ্রানন।
পূর্ণ কুম্ভ রাখ দ্বারে, কদলী রোপ সত্বরে,
চন্দন আসিক্তে কর, মার্গ রজ নিবারণ॥

মেনকার উক্তি।

বিহাগ—তেওট।

ওমা উমা তোমার কেমন কঠিন মন।
দুখিনী জননী বল্যে নাহি হত কি স্মরণ॥
আয় গো মা করি কোলে,বারেক ডাক মা বল্যে
শুনি তব সুধা ধ্বনি, জুড়াবে তাপিত প্রাণ।
তুমি ভিন্ন অন্য আর, কি ধন আছে আমার,
তবু এরূপ ব্যাভার, বল মা করিলি কেন॥

মেনকার উক্তি।

ললিত—জলদ তেতালা।

আজ কি আনন্দ গিরি গৌরী এসেছে আগারে।
ঘুচিয়ে অশিব শিব, হবে হেরিলে শিবারে॥
দেখ উমা আগমন, হেরি সব পৌরজন,
করিতেছে নৃত্য গান, সুখে পুলক অন্তরে॥

গিরি রাজার উক্তি।

বিভাষ—আড়া।

নবমী যামিনী গত, হল প্রভাত লক্ষণ।
উদিত হয়ো না অদ্য, ভানু এই নিবেদন॥
প্রতিজ্ঞা করেছে হর, দশমীর প্রভাকর,
প্রকাশ হইলে পর, লয়ে যাবে উমাধন।
তাই ভানু মানা করি, থাক মোরে কৃপা করি,
তাহা হইলে শঙ্করী, নাহি করিবে গমন॥

মেনকার উক্তি।

সিন্ধুকাফি—জলদ তেতালা।

উমা মা আমারে ত্যজি কেন করিবি গমন।
বর্ষপরে দিনত্রয়ে ঘুচে কি দুঃখ কখন॥

শুন গো মা মহেশ্বরী, আগে মোরে প্রাণে মারি,
তবে ত্যজি মম পুরী, যেও হরের ভবন।
হায় আমি তোমা ধনে, বিদায় করি কেমনে,
শূন্য গৃহে রহিব, করি জীবন ধারণ॥

মেনকার উক্তি।

ইমন্‌কল্যাণ—জলদ তেতালা।

রেখ রেখ রেখ বাছা দুখিনীর কথা মনে।
বর্ষে বর্ষে এই কালে এস মম নিকেতনে॥
তুমি মম প্রাণ ধন, হেরি জুড়াবে জীবন,
নহে অশ্রুধারা আরো, বহিবে সদা নয়নে।
তোমার গমন দেখি, দেখ পুরবাসি দুঃখী,
হাহতোস্মি রবে সবে, ভ্রমে মলিন বদনে॥

শুম্ভ নিশুম্ভর নিকট রণস্থল হইতে প্রত্যাগত ভগ্নপাইকের সমাচার।

ইমন্‌কল্যাণ—একতালা।

ওগো মহারাজ, দেখিতেছি আজ,
তব সৈন্য শূন্য প্রায় হল রণে।
কে এক নারী আসি, করে ধরি অসি,
হাসি হাসি সবে নাশিছে প্রাণে॥

শবে শবে হল ধরা আচ্ছাদিত,
রক্তে রণস্থল হইল প্লাবিত,
চতুর্দ্দিগে বহিতেছে রক্তে স্রোত,
স্তূপ হল মৃত তুরঙ্গ বারণে।
যে দেখি এবার নাহিক নিস্তার,
এ বামারে আজ রণে পারা ভার,
চল গে স্মরণ লইগে উহার,
মহেন্দ্রেরে অন্তে রেখ মা চরণে॥

ইমন কল্যাণ—একতালা।

মৃগরাজোপরি আরোহণ করি
অসি করে ধরি এলো কে রমণী।
ভীষণ আননা লোল রসনা
বিকট দশনা বামা উলঙ্গিনী॥
সদত উন্মত্ত করি সুধা পান,
আঁখিদ্বয় যেন লোহিত বরণ,
ক্রোধে কলেবর সদা কম্পমান,
শিশু শশধর কপালে ধারিণী।

ঘন ঘন ঘোর গভীর গর্জ্জিছে,
থাকি থাকি পুনঃ হুঙ্কার ছাড়িছে
কটিতে কিঙ্কিণি সঘনে বাজিছে,
পৃষ্ঠোপরে শোভে লম্বিত বেণী॥
হেরি দৈত্যকুল হোলো ভয়াকুল,
ত্যজি রণস্থল সবে পলাইল,
বিপক্ষে শাসিল সমর জিনিল,
একা আসি রণে বামা ত্রিনয়নী।
চলগো নৃপতি কায নাই রণে,
লইগে স্মরণ ও বামার চরণে,
নইলে বাঁচা ভার হবে আজ প্রাণে,
মহেন্দ্রেরে ভবে তার মা তারিণী॥

প্রার্থনা।

বেহাগ—আড়া।

ওমা শিবে কি হবে উপায়,
ওমা শিবে কি হবে উপায়।
তুমি বিনে ভবার্ণব পারের নিরুপায়॥

আমি মূঢ় অভাজন, ভজন পূজন হীন,
বৃথা কার্য্যে গেল দিন, পড়িয়ে মায়ায়।
বাল্য, বাল ক্রীড়া রঙ্গে, কাটাইনু হাস্য ব্যঙ্গে,
যুবাতে যুবতী সঙ্গে, রঙ্গে দিন যায়॥
প্রৌঢ়, পরিজন তরে, গেল ধনার্জ্জন করে,
বার্দ্ধক্যে বুদ্ধি বিহীন, বসে জড় প্রায়।
এবে ইন্দ্রিয় অবশ, কেহ নহে মম বশ,
মহেন্দ্রেরে এ সময়ে, রাখ মা ও পায়॥

বেহাগ—আড়া।

ও মা শিবে এই প্রার্থনা,
ও মা শিবে এই প্রার্থনা।
কৃপা বিন্দু বিতরণে করনা করুণা॥
নাহি চাহি রাজ্য ধন, সুদ্ধ এই অকিঞ্চন,
কুকার্য্যে যেমন মন, প্রবৃত্ত হয় না।
যেন ইন্দ্রিয় সকল, বশ থাকে চিরকাল,
মহেন্দ্রে এই কেবল, করিছে বাসনা॥

আলাহিয়া—আড়া ঠেকা।

রক্ষ মা দীনে।
শিবে সর্ব্বাণী, শঙ্কর গৃহিণী, শিখর বাসিনী,
শুম্ভ মর্দ্দিনী, ত্রাণ কর দয়া দানে॥

এ ভবে আসিয়ে মায়ায় মজিয়ে,
নিজ শিব সব ভ্রমেতে ভুলিয়ে,
বিষয় বিষপানে মোহিত হইয়ে,
দিন গত প্রতিদিনে।
দেখি শুনি তবু নহে জ্ঞানোদয়,
বৃথা কার্য্যে বৃথা দিন গত হয়,
তবু নহে রত দুষ্ট রসনায়,
তব নামামৃত পানে॥
এবারে মা মম নাহি অন্যোপায়,
কৃপা করি যদি রাখ নিজ পায়,
তবে মা উপায়, নহে নিরুপায়,
মহেন্দ্রের ভব বন্ধনে॥

মদীয় সভাসদ ৺অভয়াচরণ রায় গুপ্ত-বিরচিত সংঙ্গীত।

আলহিয়া—আড়া ঠেকা।

মা গো জননী।
যোগেশ জায়ে, যোগে যুক্ত হয়ে, জগত মোহিয়ে,
রহিলে ঘুমায়ে, কত আর কুল কুণ্ডলিনী॥

চল মা শাম্ভবী স্বয়ম্ভূ ভুবন,
স্বপতি উদ্দেশে কর আগমন,
কমলে কমল হয়ে সুমিলন,
অন্তরে অন্তর যামিনী।
তব নিজধাম ত্রিকোণ সাগম,
চতুর্দ্দল সম অতি মনোরম,
যাহাতে ত্রিবেণী গতি অনুক্রম,
তনমধ্যসা ব্রহ্ম রূপিণী।
দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ি ইড়া বামে,
সুষুম্না অন্তরা চিত্রাণি নামে,
মধ্যে বৃষতন্তু ব্রহ্ম অনুক্রমে,
হও মা তৎপথ গামিনী।
উর্দ্ধে শতদল স্বাধিষ্ঠান স্থল,
মণিপুরানল অনাহ বিমল,
কণ্ঠে সুকমল ভ্রূমধ্যে দ্বিদল,
কর গতি গতি-দায়িনী॥
কুলপদ্ম ভেদ করে ঘুচাও খেদ,
সহস্রে অভেদ রূপে অবিচ্ছেদ,
রহসি বিহর হয়ে একাকিনী,
অভয়ে সবাঞ্ছা দায়িনী॥

আলাহিয়া—আড়াঠেকা।

অভেদ ভেদ।

ত্যজ ওরে মন, দ্বিধা আচরণ, কালাকালের সময়
একই কারণ, ভাব মন অবিচ্ছেদ॥

প্রকৃতি পুরুষ সযুক্ত আকৃতি,
বিকল্প রহিত ব্রহ্ম মূরতি,
কেহ বলে এক ব্রহ্মময় জ্যোতিঃ,
সে ভাবে না ঘুচে মন খেদ।

প্রকৃতি পুরুষ উভয়ে খণ্ড,
যোগে জন্মাইলে কোটী ব্রহ্মাণ্ড,
দেখাইয়ে জীবে ত্রিগুণা ত্রিদণ্ড,
খণ্ড খণ্ড পরিচ্ছেদ॥

পঞ্চে পঞ্চগুণ ত্রিভুবন চয়,
পঞ্চেতে পঞ্চত্র পঞ্চেতে মিশয়,
সে পঞ্চে প্রপঞ্চ মায়াপঞ্চ ময়,
ভেবে দেখ চতুর্ব্বেদ॥

ভৈরবী—ধিমা তেতালা।

যতনে ভাব রে ভবে ভব ভাবিনী।
ষড়চক্রে চক্রী সদা হংসরূপা সাহংসিনী॥

অজপা হইল শেষ, কি কব তার বিশেষ,
যোগানন্দে যুক্ত কর, যোগানন্দ স্বরূপিণী।
পঞ্চাত্মিকাতীতা যিনি, সর্ব্বত্রে ব্যাপিকা তিনি,
জাগিয়ে জাগাও রে মন, যোগে কুলকুণ্ডলিনী॥
তত্ত্বে তত্ত্ব মিশাইয়ে, তত্ত্ব স্থানে ভাব গিয়ে,
অভয়েরি হৃদাম্বুজে, জ্ঞানানন্দ প্রকাশিনী॥

চতুর্থ অধ্যায়।

হরিগুণানুকীর্ত্তন।

আশাগৌরী—আড়া।

হেরিনু যমুনার কূলে।
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম শ্যাম কদম্বের মূলে॥
অধরে মধুর হাঁসি, শিখি পুচ্ছ শিরে;
মোহন মুরলী করে;
কটাক্ষ সন্ধানে হানি বধে প্রাণে;
যত যুবতী গণ যায় জলে।
সখি আর যাওয়া ভার, মোসবার হইল;
কি উপায় করি বল;
সেইরূপ পুনঃ, করিলে দর্শন;
তিষ্ঠিয়ে থাকা ভার হইবেক কুলে॥

ঝিঁঝিট—ঠুংরি বা কাওয়ালি।

শুন কেও নিশীথে বাঁশী বাজায় স্বজনি।
নিবার উহারে ত্বরা অধৈর্য্য করে ও ধ্বনি॥

একে বিচ্ছেদ আগুন, জ্বলিয়ে জ্বালায় প্রাণ,
তাহে আহুতি প্রদান, করি কে করে তাপিনী।
ঐ কি পুন গায় গীত, উদাস হইল চিত,
কুল শীল বিসর্জ্জিত, করয়ে শ্রবণে শুনি॥

বিভাস—জলদ তেতালা।

ত্রিভঙ্গ ত্যজিয়ে রঙ্গ এক্ষণে কর গমন।
পথোমাঝে মরি লাজে সঙ্গ ছাড়হে এখন॥
হেরিলে সে ননদিনী, অনর্থ হবে এখনি,
ঘরে পরে জানাজানি, নাহি রহিবে গোপন।
নিশিতে নিকুঞ্জবনে, যাব লয়ে সখীগণে,
সকলে মেলি সেখানে, নিশি করিব যাপন॥

মূলতান—জলদ তেতালা।

মন মোহিল শুনি মোহন মুরলী গান।
গৃহে আর রহা ভার গেল বুঝি কুল মান॥
সেই সুমধুর স্বরে, শ্রবণে আকুল করে,
মন ধৈর্য্য না ধরে, লাজ ভয় অবসান।
চিত সদত বাঞ্ছিত, তার মিলনে ত্বরিত,
ত্বরা করি সহচরি, কর তার সুবিধান॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ধিমা তেতাল।

এস এস প্রাণসখি নিকুঞ্জে করি গমন।
শ্যাম-বংশীধ্বনি শুনি প্রাণ মন উচাটন॥
যামিনী অধিক হল, বিলম্বে কি ফল বল,
ত্বরা করি চল চল, করি শ্যাম দরশন॥

ললিত—জলদ তেতালা।

ভাবি শ্যাম সখি মম তনু শ্যাম হইল।
প্রাণ হরি প্রাণহরি পুনঃ নাহি আইল॥
বিফলে গেল শর্ব্বরী, বিনে সেই বংশীধারী,
ধৈর্য্য ধরিতে নারি, কি করি কি করি বল।
শশি অস্তাচলে যায়, পিককুল গীত গায়,
শয্যা কণ্টকের প্রায়, আজি আমারে ঘটিল॥

আলাহিয়া—আড়াঠেকা।

গত যামিনী।
সখি তবু কেন, না এল এখন, মম প্রাণধন,
হৃদয়-রঞ্জন, সেই শ্যাম গুণমণি॥
দৃঢ় আশা করি তার আগমনে;
বাশক সুসজ্জা করি সযতনে;
সে রহিল অন্য ফুল্ল মধুপানে;
হরি মম মনোহরিণী।

বিচ্ছেদ অনল আর ত সহেনা ;
প্রাণ যে দহিল কি করি বলনা ;
পিক-রব আর নাহি যায় শোনা ;
তাহে করে আরো দুখিনী ॥

বেহাগ—আড়া।

হেরি কেন হেন বেশ।
রাধে তব পদে কেন পড়ে হৃষিকেশ ॥
মলিন হেরি বদন, বর্জ্জিত হয়ে ভূষণ,
মুদিয়ে আছে নয়ন, করি এলো কেশ।
অম্বরে ঢাকি অধর, বসি আছে ধরাপর,
ঘর্ম্ম বহে ঝর ঝর, বল একি বেশ ॥

ললিত—জলদ তেতালা।

কোথা হতে বল প্রাতে হল শ্যাম আগমন।
নিদ্রাতে কাতর আঁখি অঙ্গে কুসুমচন্দন ॥
তাম্বূল চিহ্ন বসনে, দশন চিহ্ন বদনে,
ললাটে সিন্দূর বিন্দু, কেন করি দরশন।
বুঝি চন্দ্রাবলী কুঞ্জে, এলে শ্যাম রতি ভুঞ্জে,
আমরা মরি নিকুঞ্জে, নিশি করি জাগরণ ॥

রামকেলি—জলদ তেতালা।

যে দুঃখ দিয়েছ শ্যাম মো সবার অন্তরে।
যাও হে অন্যত্রে প্যারী আছেন মনান্তরে॥
তব আশা প্রতীক্ষায়, গত নিশি জেগে যায়
শেষ বিরহ জ্বালায়, জ্বালা দিয়েছে রাধারে॥

রামকেলি—জলদ তেতালা।

বল কোথা ওহে শ্যাম জাগিলে গত যামিনী।
যামিনী প্রভাতে হেতা কেন এলে গুণমণি॥
চক্ষুঃদ্বয় রক্তবর্ণ, বেশ ভূষা ছিন্ন ভিন্ন,
বসনে রেতঃ নিশান, গণ্ডে দন্ত চিহ্ন শ্রেণী।
ভাল হয়েছে এবেশ, নাহি পূর্ব্ব বেশ লেশ,
যে সাজালে হেন বেশ, ভাল বটে সেই ধনী॥

ঝিঝিট—জলদ তেতালা।

ত্বরা করি আসি তোরা যাগো করিয়ে দর্শন।
শ্রীরাধা চরণ ধরি মান সাধে মধুসূদন॥
গলেতে দিয়ে বসন, করিছে কত যতন,
তত্রাচ রাধার মান, নাহি হতেছে ভঞ্জন॥

ঝিঝিট—ঠুংরি বা কাওয়ালি।

রাধে তোমার বিরহে আর নাহি রহে প্রাণ।
অনুকূল হও প্রিয়ে মম প্রতি ত্যজি মান॥

আমারে নিষ্ঠুর স্মর, দহিতেছে নিরন্তর,
তোমারে কি একবার, নাহিক করে দাহন।
কোকিলের কুহুস্বর, ভ্রমরার ঝঙ্কার,
শুনিয়ে এ সব আর, দুখ সব কত দিন॥

ইমন কল্যাণ—একতালা।

আয় গো সখীগণ করে যা দর্শন সেজেছেন
কেমন শ্রীমধুসূদন।
রাধার প্রেমের দায় ভস্ম মেখে গায়
যোগীর সাজ আজ করেছেন ধারণ।
নাই সে পীতাম্বর এখন বাঘাম্বর,
নাই সে চারু কেশ এখন জটাধর,
নাই সে বনমালা শোভে হাড়মালা,
বেশির মধ্যে স্কন্ধে ঝুলি সুশোভন।
নাই সে চূড়া আর নাই সে মোহন বাঁশী,
নাই সে অধরে আর মৃদু হাঁসি,
ভিক্ষাং দে রাই বলি কুঞ্জদ্বারে বসি,
শিঙ্গা আর ডমরু করিছেন বাদন॥

সিন্ধু—ধিমা তেতালা।

কে এক নারী চিন্তে নারি দাঁড়ায়ে ঐ কুঞ্জদ্বারে।
সুধাইলে সুধুই কেবল রাধা রাধা ধ্বনি করে॥

একে নবীনা যৌবনী, তাহে বঙ্কিম নয়নী,
শ্যাম-বর্ণা বিনোদিনী, বদনাবৃত অম্বরে।
নুপূর ধরে চরণে, হেম কর্ণবালা কর্ণে,
কর শোভিত কঙ্কণে, তাহে বীণাযন্ত্র ধরে॥

ললিত—আড়াঠেকা।

তার বিরহ বেদনে বুঝি সখি গেল প্রাণ।
আর ত মানেনা মন নিশি করিছে প্রস্থান॥
একে মলয় সমীর, বহি করিছে অস্থির,
তাহে অসহ্যকর, আরো কুহুকণ্ঠ গান॥

ললিত—জলদ তেতালা।

উচাটন হয় মন না হেরি তার বদন।
নিশি গেল নাহি এল তবু সে পীতবসন॥
প্রাণ হরি বংশীধারী, প্রেমাধিনী পরিহরি,
কোথা গেল শূন্য করি, এই নিকুঞ্জ কানন।
যা গো বৃন্দে ত্বরা করে, গোবিন্দে আন সত্বরে,
বৃন্দাবনের প্রতি ঘরে, করি তার অন্বেষণ॥

কালেংড়া—একতালা।

ওগো বৃন্দে গোবিন্দে আন করি অন্বেষণ।
মন প্রাণ উচাটন নাহি মানে নিবারণ॥
বিষম বিরহানল, দহিল প্রাণ দহিল,
কিসে নিবারিব বল, বিনে সেই প্রাণধন॥

ঝিঁঝিট—ঠুংরি বা কাওয়ালি।

পিকবর কেন আর মোরে জ্বালাতন কর।
দুঃখিনী বিরহিণী আমি অধীন তোমার॥
যে আমারে জ্বালাতন, করি করেছে প্রস্থান,
তারে গিয়ে জ্বালাতন, কর তুমি হে সত্বর।
যবে শ্যাম মম পুরে, ছিল তখন তোমারে,
তুষিয়াছি সমাদরে, দিয়ে নানা উপহার॥

পুরবী—আড়াঠেকা।

হায় কেন ব্রজে আজি ভ্রম মলয় পবন।
যাও হে তথায় যথা গেছে ব্রজের রতন॥
তব তুল্য উপহার, অন্য কিবা আছে আর,
আজি একুঞ্জে রাধার, শুদ্ধ শুনিবে ক্রন্দন।
তবে মম দুঃখ দেখি, যদি হয়ে থাক দুখি,
এই ক্রন্দনের ধ্বনি, বহি কর তারে দান॥
আর বল যত্ন করে, তব বিরহ বিকারে,
রাধিকা বা প্রাণে মরে, সদত সহি দাহন॥

পুরবী—আড়াঠেকা।

হায় লো স্বজনি কেন তুলিয়ে এত কুসুম।
কার জন্যে গাঁথ মালা আর কি আসিবে শ্যাম॥
সেজন হইয়ে ক্রুর, ভাঙ্গিয়ে প্রেম পিঞ্জর,
পলাইল প্রাণ হরি, শূন্য করি ব্রজধাম॥

ললিত—জলদ তেতালা।

যোগিনী সাজায়ে আমায় দেহ বৃন্দে সত্বর।
মিলিব শ্যামের সনে এই সাধ নিরন্তর॥
দে গো ভস্ম মাখাইয়ে, হাড়মালা দে আনিয়ে,
জটাজূট দে বাঁধিয়ে, আনি গিয়ে নটবর॥

খাম্বাজ—খেমটা।

বিষম সমরে আজি সাজিল শ্যামসুন্দর।
রণবাদ্য রূপে বাজে বাঁশী কিঙ্কিণি নুপূর॥
ভ্রূভঙ্গি কটাক্ষ বাণ, হানিতেছে পুনঃ পুন;
অস্থির গোপিকাগণ, খসি পড়িল অম্বর।
আবির রুধির প্রায়, কুঙ্কুমের জল তায়;
দোহা অঙ্গ ভেসে যায়, গলে শোভে ফুল্লহার॥
ঘন বহে সমীরণ, ডাকে বসি পিকগণ;
অলিকুল গুঞ্জরণ, হল রণ শব্দাকার।
হইতেছে রণ ঘোর, গরজে ঘন গভীর,
দেখি সখিগণ হাসে, শেষ জয় শ্রীরাধার॥

বসন্তবাহার—আড়াঠেকা।

নির্ম্মল মলয়ানিল বহিছে দর্শন করি।
হোলী খেলে কুঞ্জবনে শ্রীরাধা সহ শ্রীহরি॥

মিলি যত সখিগণ, চৌদিগে করি বেষ্টন;
করিতেছে নৃত্য গান, নানারূপ ভঙ্গী করি।
কেহ বা দেয় আবীর, কেহ বা কুঙ্কুম নীর;
কেহ বা চন্দন জলে, পূরি প্রহারে পিচকারী

রাগকেলি—জলদ তেতালা।

নবনিকুঞ্জ মাঝারে বিহরে হরি কিশোরী।
নয়ন হর্ষিত হল উভয়েরি রূপ হেরি॥
মুরলী শ্যামের করে, ঈষৎ হাস্য অধরে;
গুঞ্জমালা গলে ধরে, শিখিপুচ্ছ চূড়াধারী।
শ্যাম অঙ্গে সুশোভন, কুঙ্কুমাগৌরচন্দন;
পীতাম্বর পরিধান, চরণে নুপূর হেরি॥
বামে রাধা রূপস্বিনী, নানালঙ্কারে ভুষিণী;
আস্য শরদিন্দু জিনি, নীল অম্বর ধারিণী।
চতুর্দ্দিগে সখিগণ, করে চামর ব্যজন;
কেহ গাইতেছে গান, বীণাযন্ত্র করে ধরি॥

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

আলাহিয়া—আড়াঠেকা।

পতিত পাবন।

বিভু দয়াময়, বিশ্বজনাশ্রয়, অনাদি অব্যয় ;
চিদানন্দময়, নিখিল জন রঞ্জন ॥
দয়া দানে দীনে দাও হে আশ্রয়,
ত্রাণ কর ভবে ও হে কৃপাময়,
তুমি ভিন্ন অন্য নাহি জগৎময়,
ওহে শিব সনাতন।
আসিয়াছি তব সৃজিত সংসারে,
তব নির্দিষ্টিত নিয়মানুসারে,
যা করাও তাই জগৎ মাঝারে,
করিয়ে করি ভ্রমণ ॥
এই বিশ্বরাজ্যে তুমি রাজ্যেশ্বর,
চরাচর সব তোমাতে নির্ভর,
সৃষ্টি কৌশল তব মনোহর,
দেখিয়ে মোহিত মন।

তোমার মহিমা করিতে প্রকাশ,
দিবা রাত্রি হয় প্রত্যহ প্রকাশ,
অচিন্ত্য সাগর শূন্য আকাশ,
নক্ষত্র শশী তপন ॥

ভৈরবী—একতালা।

তবে আর মিছে তাঁর কেন না কর স্মরণ।
সেই চিদানন্দে মজিয়ে আনন্দে হয়না রে বিস্মরণ ॥
সুত পরিজন দম্ভ অভিমান,
মিথ্যা প্রবঞ্চন পরেরি নিন্দন,
কোথায় তখন রবে ওরে মন, গ্রাসিবে যবে শমন।
বৃথা যে দেহেতে করিয়ে যতন,
আতর চন্দন করিছ লেপন,
মৃত্তিকাতে তাহা হইবেক লীন, মিছে যত্ন কি কারণ ॥
পরিচ্ছদ গাড়ী অট্টালিকা বাড়ী,
হেমময় ছড়ী হিরণ্ময় ঘড়ী,
চরমকালেতে যাবে গড়াগড়ি, তোমার এ প্রিয়ধন।

ঝিঝিট—ঠুংরি বা কাওয়ালি।

সেই বিনে ত্রিভুবনে সকলি অনিত্য ধন।
স্মৃতি শ্রুতি বেদে যারে বলে নিত্যনিরঞ্জন ॥

যিনি ত্রিগুণ অতীত, সর্ব্বব্যাপী শব্দাতীত,
স্বপ্রকাশ স্পর্শাতীত, বিভু নিখিল কারণ।
সৎস্বরূপ সর্ব্বেশ্বর, চিদানন্দ পরাৎপর,
নিরাকার নির্ব্বিকার, সর্ব্ববিৎ সনাতন॥
অনন্ত পূর্ণ অক্ষয়, অবিনাশ নিরাময়,
নির্ব্বিশেষ সর্ব্বাশ্রয়, সত্য ভুবন পাবন।
অতএব ওরে জীব, যদি চাহ নিজ শিব,
সেই বিশুদ্ধ সর্ব্বাজ্ঞে, হৃদে কর রে স্মরণ॥

বেহাগ—আড়া।

স্মর সেই সনাতন, স্মর সেই সনাতন।
জলে স্থলে শূন্যতে যে স্থিত সর্ব্বক্ষণ॥
আদি অন্ত নাহি যার, নিরাকার নির্ব্বিকার,
কার সাধ্য আছে তার, করিবে বর্ণন।
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ববিৎ, শক্তিমান সর্ব্বজিৎ,
আজ্ঞাতে যার উদিত, নক্ষত্র তপন॥
নিয়মে যাঁর ভ্রমণ, করিতেছে গ্রহগণ,
বর্ষা আদি ঋতু যিনি, করেন অর্পণ॥

আড়ানা বাহার—তিয়ট।

ভাব ভাব ভাব রে তাঁরে।
সেইজন ত্রাণকর্ত্তা হয় বিশ্ব সংসারে॥

হিন্দু যারে বলে রাম, বিষ্ণু, মহেশ্বর, শ্যাম,
অন্যান্য বিবিধ নামে, পূজে সতত যাহারে।
ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞানে, ভাবে যারে ব্রহ্মজ্ঞানে,
তান্ত্রিকে তন্ত্র বিধানে, পূজে যারে উপচারে॥
মসিদে মুসলমানে, কোরাণের বিধানে,
ভাবি যারে খোদাজ্ঞানে, সদা নেওয়াজ করে।
খৃষ্টিয়ানে রবিবারে, বাইবল অনুসারে,
গড বলি স্মরে যারে, গিরজার অভ্যন্তরে॥
চীন বর্ম্মা বাসিগণে, ভাবি যাঁরে বৌদ্ধজ্ঞানে,
বিবিধ বিধি বিধানে, পূজে যাঁরে উপচারে॥

আড়ানাবাহার—তিয়ট।

ওহে ভবেশ সারাৎসার।
দয়াময় তব তত্ত্ব অচিন্ত্য অপার॥
শশী ভানু তব জ্যোতি, প্রসূন তোমার ভাতি,
শূন্য তব মূরতি, ভব বিভব তোমার।
বিহগে তোমার গুণ, নাথ সদা করে গান,
তব মাহাত্ম্য বর্ণনে, সাধ্য আছে হে কাহার॥

আড়ানা বাহার—তিয়ট।

ওহে কৃপানিধান।
কৃপাময় কৃপা করি কর কৃপা দান॥

তব কৃপাতে নির্ভর, করিছে বিশ্ব সংসার,
নহে ক্ষণে ধ্বংস হবে, রক্ষিতে কে ক্ষমবান।
তব সৃষ্ট বস্তু সব, ঘোষিছে মহিমা তব,
শশী ভানু ভ্রমি তার, সাক্ষ্য করিছে প্রদান॥

সদীয় সভাসদ শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র চূড়ামণি বিরচিত সঙ্গীত।

ভৈরবী—একতালা।

ভাব সার এ সংসার ও কেহ কার নয়।
নিত্যনিরঞ্জন ভুবনপাবন লহ তার পদাশ্রয়॥
সুত পরিজন হৈলে উপার্জ্জন,
হয় মাত্র তারা ভক্ষণ ভাজন,
তাতে মিছে কেন ভাবিছ আপন,
সেহ মাত্র মায়াময়।
শেষের সেদিন শমন যখন,
আসিয়ে এভবে করিবে বন্ধন,
[illegible]দাসী হবে শ্মশান বাসী, কার সহ পরিচয়॥
অতএব মন কর যোগাসন,
নাসাপুরভাগে কররে ঈক্ষণ,
ধারণা করহ কামনা, সমাধি অনলে লয়।

প্রথমেতে যম পরে সে নিয়ম,
প্রাণায়ামে পরে না হও অক্ষম,
পঞ্চভাগে পঞ্চ মিশালে প্রপঞ্চ, হবে মহাসুখাল
বিশুদ্ধ আজ্ঞাক্ষ আদি করি ভেদ,
করহ নির্ব্বাহ আপনার খেদ,
রূপ পরিচ্ছেদ না করি বিচ্ছেদ, ওরে মন দুরাশয়।
সহস্রার মাঝে যেবা শুদ্ধ সত্ব,
সেখানে রাখিয়ে নিজ আত্মতত্ত্ব,
করিয়ে অষ্টাঙ্গ ক্ষয় কর অঙ্গ, হবে রে আনন্দ ময়॥

পরিশিষ্ট।

ঝিঁঝিট*—ঠুংরি বা কাওয়ালি।

গুণিগণ সবে শুন মম এই নিবেদন।
করুণা করি সঙ্গীত দেখ এই আকিঞ্চন॥
বহু শ্রমেতে সঙ্গত, করেছি সঙ্গীত যত,
যদ্যপি সবার প্রীত, হয় হৃষ্ট হবে মন।
রাগ রঙ্গ তান মানে, সন্তোষিতে সর্ব্বজনে,
করিয়াছি প্রাণপণে, সাধ্য মত যতন॥
কোনরূপ দোষে যদি, হয়ে থাকি অপরাধী,
ক্ষমা করিবে সকলে, করি কৃপাবলোকন॥

আড়ানা বাহার—তিয়ট।

হে গুণগ্রাহী মহোদয়গণ।
দোষ ভাগ ত্যজি গুণ করিবে গ্রহণ॥
যেমন মরালে নীর, ত্যজি পান করে ক্ষীর,
দোষ ক্ষম সে প্রকার, প্রকাশিয়ে নিজগুণ॥

সমাপ্ত।